ঝিনাইদহে কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ, রাসায়নিক সার বিতরণ

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনামুল্যে
বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ করা হয়েছে।
সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২০২১-২২ মৌসুমে সরকারের কৃষি প্রনোদনার অংশ হিসেবে সদর উপজেলা কৃষি অফিস এ কর্মসূচীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশিদ।
বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার বিজয় কৃষ্ণ হালদার, উপজেলা কৃষি অফিসার জাহিদুল করিম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি সম্প্রসারন অফিসার ইমদাদুল হাসান প্রমুখ।
কৃষি বিভাগ জানায়, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক কৃষককে ৪০ কেজি রাসায়নিক সার, ১ কেজি উন্নত মানের পেঁয়াজ বীজসহ কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বসত বাড়ি থেকে ২’শ ৪৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ পৌর এলাকার সলেমানপুর দাশ পাড়ার একটি বাড়ি থেকে ২’শ ৪৮ রাউন্ড থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি উদ্ধার করেছে।

গত শনিবার রাতে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সামছুদ্দিনের বাড়ি থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলামের নের্তৃত্বে এ গুলি উদ্ধার করা হয়।

থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুল মান্নান জানান, প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার ছেলে উজ্জ্বল (৪০) কিছু দিন আগে নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতে গিয়ে মরিচা পড়া পরিত্যাক্ত গুলি দেখতে পায়। পরে সে গুলি গুলো নিজ বাড়িতে নিয়ে রাখে।

গত শনিবার বিষয়টি সে থানা পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ওই রাতেই তার বাড়ি থেকে ২’শ ৪৮ রাউন্ড থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি উদ্ধার করে। পুলিশের ধারনা মুক্তিযোদ্ধা চলাকালিন সময় মুক্তিযোদ্ধারা ওই স্থানে গুলিগুলো মজুদ করে রাখছিলেন।

এখানে আরো আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা বারুদ থাকতে পারে এমন আশংকায় রবিবার বিকালে র্যাবের বোমা ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে আসেন ও অনুসন্ধান চালান।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার মীর্জা শরিফ বলেন, এখানে মেটাল জাতীয় কিছু থাকতে পারে। রবিবার রাত ৮ টার দিকে অনুসন্ধান কাজ স্থগিত করা হয়। আগামীকাল সকালে পূনরায় ওই স্থানে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা হবে। বর্তমানে স্থানীয় থানা পুলিশ ওই স্থানটিকে ঘিরে রেখেছে।

ঝিনাইদহ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট উত্তপ্ত

ঝিনাইদহের কৃষি প্রশিক্ষণ ইউন্সিটিউটে (এটিআই) ৩ ছাত্রকে বদলী ও হলে থাকা ৮ ছাত্রের সিট বাতিলের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে ছাত্রছাত্রীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানাগাছে, ২০২০ সালে ছাত্রদের হোস্টেলে রঙ করার কাজ করানো হয় ঠিকাদারের মাধ্যমে। এসময় ছাত্রদের ব্যক্তিগত বাক্স ভেঙে টাকা চুরিসহ জিনিসপত্র তসরুপ করে রঙ মিস্ত্রিরা। ছাত্রদের অভিযোগের ভিত্তিতে শহিদুল ইসলাম নামে এক শিক্ষককে তদন্তসহ মিমাংশার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন, করোনার কারণে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে এটিআই’ও বন্ধ হয়ে যায়।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলেও এটিআইয়ের হোস্টেল বন্ধ রাখা হয়। হোস্টেলে থাকা ছাত্ররা এই বিষয়ে তাদের ক্ষোভের কথা জানালে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের অবিভাবকদের কাছে অভিযোগ করা হয়।

ছাত্ররা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্দেশ উপেক্ষা করে হোস্টেলের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র হাসিবুল হাসান শান্ত, শাওন চৌধুরী ও সোহেল নামের ৩ ছাত্রকে টিসি দেওয়া হয়।

এছাড়া সপ্তম সেমিস্টারের সোয়েব আক্তার, আরাফাত সাজিম, ইমরান খান, পঞ্চম সেমিস্টারের শীতল, শিশির, শাবাব, রিংকু ও অনিকের হোস্টেলের ছিট বাতিল করে নোটিশ দেওয়া হয়। এই ঘটনায় প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে শিক্ষার্থীরা। তাদের ভাষ্য হোস্টেলে রঙ করার সময় চুরি হওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার না করে উল্টো শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এটিআইয়ের অধ্যক্ষ বিনয় সাহা জানান, সরকারের নির্দেশে সারাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের আবাসন ব্যবস্থা বন্ধ ছিল। নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার চালু হয়েছে। সঠিক সময়ে হোস্টেল খুলে দেওয়া হবে।

কিন্তু ছাত্ররা নাছোড়বান্দা হয়ে হোস্টেলের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক কর্মচারীরা এই প্রতিষ্ঠানে মাদকের আড্ডা বসায়।

ক্যাম্পাসে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও উৎপাদন কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম করা হলেও কোন তদন্ত হয় না। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ বলেন, ছাত্রদের হোস্টেল খুলে দেওয়ার দাবিটা যৌক্তিক। এই ঘটনাকে

কেন্দ্র করে ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে সঠিক বিচার করেনি কর্তৃপক্ষ।

ঝিনাইদহের প্রিয় মুখ লুতু মিয়া আর নেই

দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটনের চাচা ও বিসিক শিল্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন জুলিয়াসের পিতা ঝিনাইদহের দক্ষ ক্রিড়া সংগঠক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক লুৎফর রহমান লুতু মিয়া আর নেই (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

রোববার বিকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। মরহুমের বড় ছেলে অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন জুলিয়াস জানান, গত ২৩ সেপ্টম্বর তার পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার বিকাল ৩.১৫টায় ইন্তেকাল করেন। রোববার রাত ৮টায় উজির আলী স্কুল মাঠে জানাযা শেষে ঝিনাইদহ পৌর গোরস্থানে সমাজসেবক লুৎফর রহমান লুতু মিয়ার দাফণ করা হবে বলে নাজিম উদ্দীন জুলিয়াস জানান।

জানা গেছে, স্বধীনতা পুর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর ঝিনাইদহ শহরের সাংস্কৃতি ও ক্রিড়া ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য্য। ঝিনাইদহে তিনি লুতু মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুর খবরে ঝিনাইদহের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ক্রিড়াঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হাজী আলী আজগার টগরের সভাপতিত্বে ,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্ ্েের চিকিৎসাসেবার মান আরো উন্নতি করার লক্ষে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।এ সময় মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন,চিকিৎসা নিতে আসা সকলের সাথে ভালো আচারণ করতে হবে কেউ যেন চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সে দিকে চিকিৎসকদের খেয়াল রাখতে হবে।করোনা কমলেও এখনও শেষ হয়নি সে জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।করোনার পাশাপাশি এখন ডেঙ্গু রোগী দিচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।যাতে সবাই মশারী ব্যবহার করে এবং যেখানে সেখানে ময়লা আর্বজনা না ফেলে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে।উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ,উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানা আওয়ামলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা ,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্ ্েেরর পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ সেলিনা আক্তার ,আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু ,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আঃখালেক,জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,পৌর আওয়ামলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন ,সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম,মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামলীগের সাধারন সম্পাদক আহসান হাবিব বকুল সহ উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্ ্েেরর বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী ও স্থানীয় জনপ্রতিধি ,সাংবাদিক ও সুধীব্যাক্তি উপস্থিতছিলেন।উক্ত অনুষ্ঠান সার্বিক পরিচালনা করেন ডাঃ হেলেনা আক্তার নিপা।

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত -২

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের ধানহাড়িয়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়েছে। এতে আহত হয়েছে ২ জন। শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায় , দীর্ঘদিন ধরে ধানহাড়িয়া গ্রামের মতলেব খাঁর সাথে একই এলাকার মহিউদ্দিন খাঁ মহিম এর জমি নিয়ে বিরোধ চলে

আসছিল। এ নিয়ে ঝিনাইদহ আদালতে একটি মামলা চলমান রয়েছে। শুক্রবার সকালে মতলেব খাঁ’র ছেলে দেলোয়ার হোসেন দুলু ওই জমিতে গেলে মহিউদ্দিন খাঁ মহিম, তার সহযোগি রোকন, তুহিনসহ আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে দুলুকে বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় দুলুর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। এরই জের ধরে শুক্রবার রাত ৮ টার পর মহিমের নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের একটি দল দুলুর বাড়িঘরে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এসময় ভাংচুর করা হয় আবু বক্কর খাঁ, মুরাদ আলী খাঁ ও বাদশা খাঁ’র বাড়িঘর। আহত হয় সজীব নামের আরও একজন। খবর পেয়ে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মহিমের সাঙ্গপাঙ্গরা পালিয়ে যায়।
এ ব্যাপারে মহিমের ভাই খায়রুল ইসলাম বলেন, গতকাল সকালে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার পর সন্ধ্যায় ওরা আমাদের বাড়ির সামনে এসে গালি-গালাজ করে ও ইটপাটকেল ছোড়ে বলে আমরা প্রতিবাদ করেছি।
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মো: সোহেল রানা বলেন, ঘটনার সংবাদ পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়ে তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় বিষধর সাপের ছোবলে ৪ বছরের শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সাপের কামড়ে নাজনীন আক্তার (৪) নামের এক কন্যা শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোরে রাতে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার মৃত্যু হয়। নাজনীন আক্তার মাধবপুর গ্রামের নিজাম উদ্দীনের মেয়ে।
শিশুটির দাদা মালেক শেখ জানান, রাতে ঘরে মা বাবার সাথে ঘুমিয়ে ছিল নাজনীন। রাত ১টার দিকে সাপে তার আঙ্গুলে কামড় দেয়। তার চিৎকার শুনে স্বজন ও প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসে। স্বজন ও প্রতিবেশিরা প্রথমে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সাপেড় কামড় বুঝতে পেড়ে ওঝা

তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেখান থেকে তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভোরে তাকে মৃত ঘোষনা করেন।
শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ ব্যাপারে অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ চিনিকল রক্ষায় নানামূখী উদ্যোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ চিনি কলটি রক্ষায় প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহনের ফলে লোকসানের পরিমান কমতে শুরু করেছে। এই উদ্যোগ গ্রহনে মিলটির শ্রমিকদের উৎসাহ যুগিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার। দেশের এই চিনি কলটির শ্রমিক ও আখ চাষীরা যেমন তাদের বকেয়া বুঝে পাচ্ছেন, তেমনি লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে চিনিকলটি। গত দু, বছর কৃষক ও কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন ভাতা বকেয়া থাকছে না, তারা নিয়মিত বেতন ভাতা পাচ্ছেন। পাশাপাশি আখ চাষীদের ও টাকা পড়ে থাকছে না। আখ বিক্রির সাত দিনের মধ্যে কৃষকদের মোবাইল ফোনে টাকা পেয়ে যাচ্ছে। মোবারকগঞ্জ চিনিকল নানা প্রতিকুলতা কাটিয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
জানা যায়, ঝিনাইদহের ৬ উপজেলা ছাড়াও যশোরের দু’টি উপজেলা নিয়ে গঠিত মোচিক জোন মিলের আটটি সাবজোনের আওতায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ রয়েছে সাড়ে তিন লাখ একর। আখ ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে ৪৮টি। চিনিকলের ৮টি সাবজোনের অধিনে ৪৮কেন্দ্রের কৃষক রয়েছে প্রায় সাত হাজার। এবছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে আখ রোপন শুরু হয়েছে এবং মৌসুমের জন্য রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৭ হাজার একর জমিতে। মোবারকগঞ্জ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের আইন ও দরকষাকষি সম্পাদক গোলাম রসুল জানান, মুজিববর্ষে একের পর এক রাষ্ট্রীয় কলকারখানা বন্ধ করে সোনার বাংলা গড়া সম্ভব নয়। দেশের ১৫টি চিনিকল প্রতি বছর সরকারকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ভ্যাট প্রদান করে। সেখানে এসব মিলে বিভিন্ন

যৌক্তিক কারণে লোকসান হয় ২০০ কোটি টাকা। মিলের উন্নয়নে সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছেন।
মোচিকের ইক্ষু উন্নয়ন বি সাবজোনে প্রায় ১০৭ একর জমি রয়েছে। সেখানে অর্ধেক জমিতে মিলকর্তৃপক্ষ আখ রোপন করে যে তুলতে প্রায় দুটি মৌসুম পার হয়। অপর জমি ফেলে না রেখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৬ মাসের জন্য লিজ দেওয়া হয়। স্থানীয় কৃষকরা সে জমিতে ধানের আবাদ করে থাকে। এতে করে মিলের প্রায় মৌসুমে ১৭ লাখ টাকা লাভ হয়ে থাকে। চিনি কলের জমি লিজ নেওয়ার সময় জমিতে ফসল রোপনের আগেই চুক্তির টাকা মিলের হিসাব শাখায় জমা দিতে হয়। কৃষি ফার্মে ১৩ জন কৃষক ফেলে রাখা জমিতে ধানের চাষ করছেন। তন্মধ্যে আমিনুর রহমান ১২ একর, গোলাম মোস্তফা ১ একর, হাছানুর রহমান ১ একর, লাভলু ১ একর, অহিদুল ১ একর জমিতে ১৩ জন কৃষক ধানের চাষ করেছেন। এছাড়া প্রতি একর জমি ৬ হাজার টাকায় কৃষকরা লিজ নিয়েছেন। সেখানে ৪৯ একর জমিতে মিল কর্তৃপক্ষ ২০২০/২০২১ মৌসুমে আখ রোপন করেছে তন্মধ্যে ২৫ একর রয়েছে ভিত্তি বীজ প্লট । ঈশ^রদী -৩৭ এ জাতের আখ চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি বীজ ক্ষেত রোপন করে। এর আগে মোচিকের ইক্ষু উন্নয়ন বি সাবজোনে প্রায় ১০৭ একর জমিতে প্রতি বছর ১৯ লাখ টাকা লোকসান যেত সেখানে এখন প্রতি বছর আখ থেকে আয় হয় ১২ লাখ টাকা ও ধান থেকে ৫ লাখ টাকা। লিজ নিয়ে ধানের আবাদ করা কৃষক অহিদুল ইসলাম, আমিনুর রহমান, লাভলু মিয়া জানায়, তারা এ মাসেই ধান কেটে জমি মিল কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিবে এমন অঙ্গিকার দিয়ে জমি নিতে হয়েছে।
মোচিকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুর রহমান বলছেন, চিনিশিল্পের নিয়মনীতি মেনেই এসব করা হয়ে থাকে। কর্পোরেশনের নিয়ম রয়েছে কোন জমি ফাকা রাখা যাবে না। পতিত জমি থাকলে সেটা থেকে আয়ের উৎসহ বের করতে হবে। যে কারনে জমি গুলি স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে লিজ দিয়ে আর্থিক সুবিধা গ্রহন করে থাকে চিনিকলটি।

ঝিনাইদহে বজ্রপাত প্রতিরোধে তালবীজ রোপণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বজ্রপাত প্রতিরোধে ঝিনাইদহে তালবীজ রোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে ‘এসো দেশ গড়ি জহির রায়হান গ্রন্থাগার’।
কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ, উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন ‘এসো দেশ গড়ি জহির রায়হান গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জহির রায়হান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন।
আলোচনা সভা শেষে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে তালবীজ রোপনের উদ্বোধন করা হয়। পরে দিনব্যাপী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম, মাঠ, নদীর ধারে ৪ হাজার তালবীজ রোপন করা হয়।